দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ FEB 23 2000
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ১

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

■ খালেক-বিন-জয়েন উদদীন ■

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। মাতৃভাষার জন্য ১৯৫২ সালে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলো সালাম, রফিক, বরকত, জব্বার, অহীউল্লাহ, আউয়াল, রহিম প্রমুখ ভাষা সৈনিক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় রাষ্ট্রভাষা কি হবে এনিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে" এই বলে এক ভাষণ দেন। ১৯৫০-এর পর এদেশে ইশকুল সমূহে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে চালু করার চেষ্টা চলে। এসময় বাংলা ভাষাকে আরবী হরফে লেখার অবাস্তব প্রস্তাবও করা হয়।

১৯৫২ সালের ২৬শে জানুয়ারী তখনকার উর্দুভাষী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দীন "উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" এই ঘোষণা দিলে ৩০শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলা ভবনে প্রতিবাদ সভা হয় এবং ৩১শে জানুয়ারী বার লাইব্রেরী হলে সর্বদলীয় কর্মীসভায় "রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ" গঠন করা হয়। ঐ সভাতেই একুশে ফেব্রুয়ারীর কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন করা হয়। আর ১১ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী পালন করা হয় "পতাকা দিবস"। দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারীর একুশ তারিখ ঘনিয়ে আসে। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয় এবং সভা ও শোভাযাত্রা বের করা হয়। তখন প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন। ভাষা আন্দোলনের সকল কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার সরকার ঢাকা শহরে ১ মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু মাতৃভাষা প্রেমী ছাত্র-জনতা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। পুলিশ মিছিলের ওপর চালায় গুলী। শহীদ হন বাংলা মায়ের সন্তানেরা। ২২শে ফেব্রুয়ারীতে প্রাণ হারান কয়েকজন।

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় জীবনের একটি রক্তে রাঙা শোকার্ত দিন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমরা এ অঞ্চলের বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরা এদিনটি অতীব মর্যাদাসহকারে পালন করে আসছি। কিন্তু দুই হাজার সালের মহান একুশের প্রেক্ষাপট ভিন্নতরো। শুধু বাংলা ভাষাভাষী মানুষেরাই নয়, সমগ্র বিশ্বের মানুষ এবছর এদিনটিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করেছে। তারা কেন পালন করলো– এ প্রশ্ন তোমাদের মনে জাগতে পারে। খুলে বলছি–

আমরা কিন্তু অনেক আন্তর্জাতিক দিবস পালন করে থাকি। যেমন বিশ্ব শিশু দিবস, পহেলা মে মেদিবস, আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ইত্যাদি। এসব দিবস পালনের রয়েছে অনেক ইতিহাস, অনেক ঘটনা। আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাও বিশ্ববাসীকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছে। কারণ মাতৃভাষার জন্য আমরাই প্রথম রক্ত দেই। তোমরা অনেকেই ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে, গত ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-ইনেস্কো বাংলাদেশের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ভাষার জন্য আত্মত্যাগকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে এবং পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কোর সেই একত্রিশতম অধিবেশনে বিশ্বের ১৮৮টি দেশ বাংলাদেশের পেশকৃত প্রস্তাবের পক্ষে ঐতিহাসিক স্বীকৃতি জানায়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মহান একুশে ফেব্রুয়ারীকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে পালনের প্রথম প্রস্তাব করে কানাডার "মাদার ল্যাংগুয়েজ অব দ্যা ওয়ার্ল্ড" নামের একটি গ্রুপ। এ গ্রুপের রফিকুল ইসলাম ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারী প্রথম জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের কাছে চিঠি লেখেন। পর্যায়ক্রমে এবিষয়টি জাতিসংঘের ইউনেস্কোর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সরাসরি বাংলাদেশ সরকার এ প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর সদর দপ্তর প্যারিসে পাঠায়। এখানে আরো উল্লেখ্য– জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগদান ও ইউনেস্কো প্রদত্ত শান্তি পুরস্কার গ্রহণকালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এব্যাপারে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সংগে আলাপ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী এখন আর বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে শোকার্ত দিন নয়। একুশে ফেব্রুয়ারী এখন গোটাবিশ্বের মাতৃভাষা দিবস। তারাও প্রতিবছর আমাদের ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে, স্ব স্ব রাষ্ট্রে মায়ের ভাষার মর্যাদা রক্ষা করবে এবং ভাষা অবলুপ্তির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে।

মহান ভাষা আন্দোলনের দীপ্ত চেতনায় আমরা ১৯৭১ সালে লাভ করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। আর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর পেলাম বিশ্বজোড়া এক গৌরবময় স্বীকৃতি। এ যেন সমগ্র বাঙালির জন্য এক বড়ো প্রাপ্তি। চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ভাষার জন্য বাঙালির রক্তদানের ইতিহাস। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি মাতৃভাষার জন্য প্রাণ উৎসর্গিত বীর সৈনিকদের। ☐